

জাতীয় সঙ্গীত নিয়ে অর্ণব দত্তের লেখার প্রত্যুত্তরে

বন্যা আহমেদ

লিখবো না লিখবো না করেও লিখতে বাধ্য হলাম। [জাতীয় সংগীত নিয়ে অর্ণবের যুগান্তকারী প্রস্তাবটা](#) পড়ে আসলেই হতভম্ব হয়ে পড়েছিলাম। ভাবছিলাম, এটা কি করে লেখা সম্ভব? একটা স্বাধীন সার্বভৌম দেশের জাতীয় সংগীত কি হবে সেটা উনি বলে দিতে কলম ধরেছেন - এটা কি অভিমান, নাকি রাগ, নাকি ইনটারনেটের অন্য কোন ধার্মিক ফোরামে লেখা বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক আলোচনার প্রতিক্রিয়া। শুনেছি বিপ্লবও নাকি এরকম একটা ফোরামে প্রায়শঃই বাংলাদেশ নিয়ে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা করে থাকেন। এতদিন কিছু বলিনি কারণ ভেবেছি এরকম সাম্প্রদায়িক উক্তিগুলোর জবাব দিতে গিয়ে বিপ্লব যেসব ভুলভাল কথা বলছে তা নিয়ে আর উচ্চবাচ্য না করাই ভালো। হ্যা, অর্ণব (বাবুই বোধ হয় বলা উচিত, না হলে হয়তো আপনাদের বুঝতে সমস্যা হতে পারে, বাংলাদেশের বাঙ্গালীরা তো আবার বাবু বলতে অভ্যস্ত নয়!) ঠিকই বলেছেন বিপ্লব পন্ডিত ব্যক্তি, অনেক বিষয়েই তার অনেক জ্ঞান। কিন্তু তার সাথে কথা বলে আর তার লেখা পড়ে যতটুকু বুঝেছি তার ভিত্তিতে এটুকু অন্ততঃ আপনাকে বলতে পারি যে উনি বাংলাদেশ নিয়ে এখন পর্যন্ত যা যা বলেছেন তার বেশীরভাগই অগভীর, কারণ উনিও স্নীকার করবেন যে, বাংলাদেশ নিয়ে ওনার তেমন কোন লেখাপড়াই ছিলো না, ইদানীং কিছু করে থাকলে করতে পারেন। হুমায়ুন আজাদ নিয়ে উনি একবার বিতর্কের সময় অত্যন্ত আপত্তিকর কিছু মন্তব্য করেছিলেন, কিন্তু এটা স্নীকার করেই যে, তাঁর কোন বই-ই উনি কখনও পড়েন নি। তাই, তিনি আমাদেরকে কি বোঝাতে পারলেন আর পারলেন না তার হিসাব না করে বরং আপনার ক'টা কথার উত্তর দেই। আরেকটা কথা এই ফাঁকে বলে রাখি, আমরা বড়ডো ত্যাদোড় জাতি, বাপ মা থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সবারই সমালোচনা করতে পারি, আমাদের দিলে এতো চোট লাগে না, রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত আপন ভেবেই তার সমালোচনায় মুখর হতে হতে পারি। নিতান্তই চাষাভুষা বাঙ্গাল বলেই হয়তো ঐতিহ্য, বড় জাতপাত এসব নিয়ে মাথাব্যথা একটু কমই আমাদের। ভাষা বলুন, দেশ বলুন আর বিদ্যুতের দাবীই বলুন - সব কিছু নিয়েই অভাগা জাতিটার রক্ত দিতে দিতে স্ভাবটাই একটু এলোমেলো হয়ে গেছে। তাই জনাই দেখবেন নিজেদের সরকারের সাম্প্রদায়িক কাজ কর্ম কিংবা বাংলাদেশের ইসলামীকরণ থেকে শুরু করে সব কিছু নিয়েই আমরা যেরকম ভাবে হই চই করে থাকি তার নমুনা খুব কম ফোরামেই দেখা যাবে।

অভিজিৎ যেটার উত্তর দেয়নি বলে অভিযোগ করেছেন তার উত্তরটাই না হয় আগে দেই। না, আমরা 'ভারত ভারত' বলে গলা ফাটিয়ে গান গাবো না, কারণ সেটা আরেকটা রাষ্ট্র, পাকিস্তান পাকিস্তান করে যেমন আমরা গান করবো না, বোধগম্য কারণেই আমরা ভারত বা ভুটান বা নেপালের নাম নিয়েও গান গেয়ে বেড়াবো না। কোন জাতিই সেটা করে না। আপনার সোনার বাংলা গাইতে পারেন কারণ 'বাংলা' কথাটা বলতে বাংলাদেশ বোঝায় না, সবটুকু বাংলাকেই বোঝায়, যার ভিতর আপনাদের কলকা তাও রয়েছে। তাই একটু টেকনিকাল কারণেই আপনাদের জন্য 'বাংলা' বলা যত সহজ আমাদের জন্য 'ভারত' নিয়ে গান করে স্টেজ মাত করা তত সহজ নয়। রবীন্দ্রনাথ অবিভক্ত ভারতবর্ষে বসে গানগুলো লিখেছিলেন, তাই তার কাজগুলোকে আমরা সেভাবেই আলাদা করে নেই। বোধগম্য কারণেই ভারত বলতে আমরা শুধু আধুনিক মানচিত্রে আঁকা একটা দেশকেই বুঝি, আমাদের জেনারেশনে ঐতিহাসিক সেই ভারতবর্ষের আবেদন এক্কেবারে নেই বললেই চলে।

এবার তাহলে আসল প্রসঙ্গে আসি। [আপনার প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করার নমুনা](#) দেখেও অবাক হলাম।

আমাদেরকে জাতি ধরে গালাগাল করে, অভিজিৎ সহ সবাইকে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী বলে আখ্যায়িত করে লেখাটা প্রত্যাহার করলেন। আপনার কি মনে হয় না, যে লেখাটা লেখারই আপনার কোন আধিকার ছিলো না, সেখানে ঔদ্ধত্যপূর্ণ গালিগালাজ দিয়ে প্রত্যাহার করাটা তো নিতান্তই বালখিল্যতা। হয়তো জোক করেছেন বাঙ্গালদের সাথে, ভেবেছেন আপনারা যেমন আমাদের কথা বার্তা ঠিক বুঝতে পারেন না, আমরাও হয়তো আপনারটা বুঝবো না। সে যাই হোক, যে কারণেই করে থাকুন না কেনো, একটা স্বাধীন রাষ্ট্র তিরিশ দশকেরও আগে তাদের জাতীয় সংগীত কি রেখেছিলো তা বদলানোর প্রস্তাব দেওয়াটাকে কিন্তু আপনাদের সেই ‘দাদাগিরি’র চরম নমুনা ছাড়া আর কিছু বলেই ধরে নিতে পারছি না। আপনি এবং বিপ্লব যেভাবে জোর গলায় ‘বাংলাদেশের কোন লেখা বুঝি না, ওরা আবার লেখক হল নাকি ,ওদেশে কোন ভালো লেখক বা বুদ্ধিজীবী নেই’ গোছের কথা বলে বলে আনন্দ পান তা দেখে অবাক না হয়ে পারা যায় না। আপনাদের মত পন্ডিত ব্যক্তিদেরতো না জানার কথা নয় যে, ভাষা কোন স্থির জিনিষ নয়, সময়ের সাথে সাথে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার বিবর্তন ঘটে, পশ্চিম বাংলার সাথে আমাদের আলাদা হওয়ার ইতিহাস প্রায় অর্ধ দশক ছাড়িয়ে গেছে। বিভক্ত দু’টো জাতির ভাষা তাদের নিজের নিয়মেই আলাদা আলাদাভাবে বদলে যাবে এটাই তো স্বাভাবিক। এখন আপনারা আমাদের ভাষার গতিটাকে বুঝবেন কিনা, বুঝতে চাইবেন কিনা, নিজেদেরকে আপডেট করবেন কিনা সেটা আপনাদের বিষয়। যদি না করতে চান তো করবেন না, তবে এই না’জানা আপনাদের অজ্ঞতা হিসেবেই ধরে নিতে হবে, আমাদের ভাষার বোধগম্যতার সমস্যা বলে নয় অবশ্যই। আমি তখন কানাডায় সবে কাজ করতে শুরু করেছি পড়ালেখা শেষ করে। কয়েক মাস পড়ে কানাডার সাসকেচুয়ান প্রদেশ থেকে এক সাদা কৃষকের মেয়ে আমার সাথে কাজে ঢুকেছিলো, নাম আইরিস, পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। তার পরিবারে সেইই প্রথম যে কিনা বাবা মা’র আপত্তি সত্ত্বেও লেখাপড়া শিখে ফার্ম থেকে বেড়িয়ে এসেছে। তাদের খামারটা ছিলো আমেরিকার বর্ডারের এক্কেবারে কাছে, আমেরিকার মন্টানা এবং সাউথ ডেকোটার মত সাদা মানুষ অধ্যুষিত অত্যন্ত কনসার্ভেটিভ স্টেটগুলোর ওপারে। আমেরিকার এই ধরনের জায়গার মানুষগুলো বাকি পৃথিবীর খবর রাখে না, আমাদের মত অন্য ধরণের চামড়ার লোক দেখলে রিতিমত হা করে তাকিয়ে থাকে (নিজের আভিজ্ঞতা থেকেই বলছি কিন্তু)। এরা প্রায়ই বর্ডার পেরিয়ে ওপারে আসতো কানাডা দেখতে। ঠিক বর্ডারের ওপারেই এক গ্যাস স্টেশনে কাজ করতো আইরিস। একদিন খুব বিরক্ত হয়ে ‘বর্ডার পেরুনো আমেরিকান টুরিস্ট’দের সম্পর্কে বলতে গিয়ে আইরিস বলছিলো, তাদের নাকি একটা কমন দৃষ্টিভঙ্গীই ছিলো কানাডাকে তারা আমেরিকারই অংশ বলে মনে করতো, এটা যে একটা স্বাধীন দেশ এবং সেভাবে যে তাকে শ্রদ্ধা করা উচিত তা এই আমেরিকানদের মাথায়ই ঢুকতো না। প্রায়ই গ্যাসের মূল্য পরিশোধ করতে গিয়ে তারা নাকি বলতো, ‘ওহ আচ্ছা তোমাদের (ক্যানাডিয়ানদের) যে নিজেদের আলাদা মুদ্রা আছে, তাই তো জানতাম না; আমরা তো ভেবেছিলাম, তোমরা আমেরিকান টাকাই ব্যবহার করো!। একে কি বলবেন, অজ্ঞতা? ঔদ্ধত্য নাকি দুইটার কম্বিনেশনে অদ্ভুত একটা ব্যাপার, যার ব্যাখ্যা করতে হলে হয়তো একটা নতুন বাংলা শব্দই তৈরি করতে হবে। আপনাদের আচরণে অনেকদিন পর আবার সেরকম ভাবটাই দেখতে পেলাম। আসলে এটা বোধ হয় খুবই স্বাভাবিক একটা ব্যাপার, বড় রাষ্ট্রগুলোর মানুষেরা প্রতিবেশী ছোট দেশগুলোকে এভাবেই হয়তো দেখে থাকে।

কার কি আছে, আর কার কি নেই এই বিতর্ক করে কোন লাভ কোন দিন হয়েছে কিনা জানি না। যুক্তির খাতিরেই না হয় ধরে নিলাম বাংলাদেশের কিছুই নেই, তাতেই বা কি? কিছু আছে কি নেই তার জবাব তো পাশের আরেকটা দেশকে দেওয়ার প্রয়োজন নেই, আমরা তো তাদের প্রদেশ নই। আপনারা যেমন ভারত নিয়ে মাতামাতি করে শান্তি পান, (এক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের কাউকেই কম জাতীয়তাবাদী বলে মনে হল না) আমরাও আমাদের বহু কষ্টে অর্জিত ‘বাংলাদেশ’ কে নিয়েই আবেগ অনুভব করি। এতে আপনাদের এত আপত্তি কেন তা আসলেই আমার বোধগম্য হল না কিন্তু। এই পুঁজিবাদী সমাজে

জাতীয়তাবাদ, জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা খুবই শক্তভাবে গেড়ে আছে, বাংলাদেশের বাঙ্গালীদের মধ্যেও এটা যেমন প্রবল, ভারতবাসীদের মধ্যেও এর কোন কমতি দেখেছি বলে তো মনে হয় না।

আপনি হুমকি-ধামকির সুরে আবার প্রত্যুত্তরে জানালেন যে আপনার জাতীয় সংগীত নিয়ে করা মন্তব্যগুলো কোন ফতোয়া ছিলো না, তাহলে কি ছিলো বলুন তো? অযাচিতভাবে স্বাধীণ একটা রাষ্ট্রের কর্মকান্ডে হস্তক্ষেপ, আত্মসম্মতি, ঔদ্ধত্য নাকি সেই প্লেইন সিম্পল দাদাগিরি? শেষে শুধু এটুকুই বলব, দাদাগিরিটা একটু কমালে আমাদের পক্ষে আপনাদের সাথে বন্ধুত্ব করাটা অনেক সহজ হবে। আমরা কি করবো না করবো, কি গান গাইবো, কিভাবে নাচবো সেটা না হয় আমাদেরকেই নির্ধারণ করতে দিন, আপনারা আপনাদের চড়কায় তেল দিন না যত খুশি, আমরা তো সেখানে গোল বাধাতে আসছি না। পরের ঘরের অনুমতি ছাড়া ঢুকে পরাটা অশোভনই নয়, আপরাধও বটে।

সবশেষে একটা কথাই বলবো আপনাদেরকে, শত্রু মিত্র চিনতে ভুল করবেন না। ক’দিন আগেই যে মুক্তমনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে তাদের সাথে কাজ করার প্রস্তাব দিলেন আজ তারাই আজ হয়ে গেলো ‘সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদী’। কারণ আপনার অযাচিত হস্তক্ষেপের প্রতিবাদ করেছি আমরা। আপনাদের দেশ যখন বিজেপির হাতে পড়ে হিন্দুত্ববাদ প্রচারে शामिल হল তখন কিন্তু আমরা আপনাদেরকে গালি দেই নি। আমরা সেই স্বার্থান্বেষী অংশের সাথে ভারতের সাধারণ মানুষের পার্থক্য করতে পেরেছিলাম। অথচ আজকে যখন আমরা বাংলাদেশের ধর্মীয় রাজনীতি, সাম্প্রদায়িক কর্মকান্ডের প্রতিবাদ করছি, তাকে জীবন দিয়ে হলেও ঠেকানো চেষ্টা করছি তখন আপনারা এসেছেন কোন দেশের কি আছে, আপনারা আমাদের চেয়ে কত যোগ্য, রবীন্দ্রনাথ কার সম্পত্তি এগুলো নিয়ে জ্ঞান দিতে। যাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামলাম তাদের সাথেই এক করে গুলিয়ে ফেলে আমাদের গালিগালাজ করতে শুরু করলেন। এভাবে কি এক সাথে কাজ হয়, বন্ধুত্ব হয়, নাকি সেই পুরনো ভেদ সৃষ্টির পথটাই সুগম হয় তা আশা করি একবার ভেবে দেখবেন। বন্ধুত্ব হয় সমমনাদের মধ্যে, প্রভু-ভৃত্যে কি আর বন্ধুত্ব হয়, বলুন! আপনারা ‘প্রভুসুলভ’ মনমানসিকতা ত্যাগ না করলে তো আপনাদের আর আমাদের মধ্যে একটা অদৃশ্য বৈরীতার প্রাচীর থেকেই যাবে সব সময়। ঠুনকো বাঙ্গালী ঐতিহ্য, কে কত বড়, কার কি আছে এ ধরনের বিতর্ক দিয়ে আর যাই হোক কোন ভালো কাজ হয় না। আজকে আমাদের সামনে এর চেয়ে অনেক বড় বড় সমস্যা আছে, নিজেদের এনার্জি এভাবে নষ্ট না করে, অযথা অপ্রয়োজনীয় ইস্যু তৈরি করে অন্য দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক না গুলিয়ে, বিভেদের জন্ম না দিয়ে বরং কোন ভালো কাজে এই শক্তি ব্যয় করলে মনে হয় সবারই মঙ্গল হতে পারে। নিজের ভুল বুঝতে পেরে অন্ততপক্ষে প্রস্তাবটা যে প্রত্যাহার করেছেন তার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে।

বন্যা

৫/১/২০০৬